যুগান্তর

তারিখ ...7 JUN 2017... পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৬...

এমসি কলেজ হোস্টেল পোড়ানোর মামলা

বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

সিলেট ব্যুরো

সিলেট এমসি কলেজের হোস্টেল পোড়ানোর মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পিবিআইয়ের দেয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর শুনানি শেষে ৩১ মে এ আদেশ দেয়া হয়। তবে আদেশের নথি প্রকাশ হয় গত সোমবার। বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যাপারে আগামী ২০ জুন সিদ্ধান্ত হবে। পিবিআইয়ের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সিলেটের অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে সারাবন তহুরা বলেন, 'তদন্ত কর্মকর্তা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন।' উল্লেখ্য, এর আগে এ মামলায় আরও দুই দফা তদন্ত হয়। ওই

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তদন্তেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন আদালত। ২০১২ সালের ৮ জুলাই সন্ধ্যায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর জ্বালিয়ে দেয়া হয় শত বছরের পুরনো মুরারী চাঁদ (এমসি) কলেজের হোস্টেল। ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগ জড়িতে বলে সে সময় পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশ হয়। এ ঘটনায় ছাত্রাবাসের হল সুপার বশির আহমদ বাদী হয়ে শাহপরান থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি প্রথমে তদন্ত করেন এসএমপির শাহপরান থানার ওসি এনামুল মনোয়ার। যৌথভাবে তদারকি করেন এসএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার আমিনুল ইসলাম এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার শংকর কুমার দাস। এরপর মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পান এসএমপির শাহপরান থানার পরবর্তী ওসি মো. লিয়াকত আলী। তদন্ত চলাকালে আরও দুটি মামলা হয় আদালতে। এ দুটি মামলাও হোস্টেল সুপার বশির আহমদের দায়ের করা মামলার সঙ্গে নথিভুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর হয়। তদন্ত শেষে ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় সিআইডি। কিন্তু আদালত এ প্রতিবেদন গ্রহণ না করে আবার তদন্তের নির্দেশ দেন। ২০১৫ সালের ৯ আগস্ট ফের প্রতিবেদন জমা দেয় সিআইডি। ওই প্রতিবেদন গ্রহণ না করে পুলিশের একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মাধ্যমে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। গত ১২ এপ্রিল পিবিআই প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়; যার ওপর শুনানি হয় ৩১ মে।